‘মব ভায়োলেন্স ঠেকাতে বলপ্রয়োগে বাধ্য হয় সেনাসদস্যরা’ : নূরের ওপর হামলায় আইএসপিআর বিবৃতি

সংগৃহীত ছবি

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের অনুরোধেই সেনাবাহিনীর সদস্যরা সম্পৃক্ত হন বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতের এই সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর পাঁচ সদস্য আহত হয়েছেন বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।

আইএসপিআর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণের সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর সেনাবাহিনী 'মব ভায়োলেন্স' ঠেকাতে বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শুক্রবার সন্ধ্যা ৮টার দিকে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দিয়ে গণ অধিকার পরিষদের মিছিল যাওয়ার সময় দুই দলের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। প্রথমে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, কিন্তু সংঘর্ষ বেড়ে যাওয়ায় তারা সেনাবাহিনীর সহযোগিতা চায়। এ সময় পুলিশের ওপরও আক্রমণ চালানো হয়, এতে কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হন।

আইএসপিআর জানায়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শুরু থেকেই দুই পক্ষকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু কিছু নেতাকর্মী এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করে মব ভায়োলেন্সের মাধ্যমে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে তোলে। রাত ৯টার দিকে তারা মশাল মিছিল করে সহিংসতা বাড়িয়ে দেয় এবং ইট-পাটকেল নিক্ষেপের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থাপনায় আগুন দেওয়ার চেষ্টা করে। এতে বিজয়নগর, নয়াপল্টন ও আশপাশের এলাকায় সাধারণ জনগণের চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। জননিরাপত্তা বজায় রাখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তখন বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সরকার মব ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায় এবং জনমনে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের মব ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত। দেশের শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সেনাবাহিনী সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।